বর্ষ ১ সংখ্যা ১ নভেম্বর ২০২২

# ব্রাত্যজন

## বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া মানুষ

সূচি


প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর যাত্রাশুরু

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) ওয়ার্কিং কমিটির সমন্বয় সভা

অধিকার ও উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ

গবেষণা-ভিত্তিক রিপোর্টিং বিষয়ে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ

গবেষণা-ভিত্তিক গোষ্ঠী ও বিষয়-কেন্দ্রিক এজেন্ডা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) টেকসই করতে পরামর্শ সভা

সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে গবেষণার জন্য পরামর্শ সভা

অনুসন্ধান

চা বাগানে নজিরবিহীন ধর্মঘট, নারী চা শ্রমিকদের সীমাহীন দুর্ভোগের কাহিনী, মধুপুরে কেন কৃত্রিম হ্রদ?, ২০৩০ সাল নাগাদ বন বিনাশে ইতি: ফাকা প্রতিশ্রুতি

একতাই নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অন্যতম উপায়

বিআরসি'র বার্ষিক সভা



*সম্পাদক*

**ফিলিপ গাইন**

*সম্পাদনা সহকারী*

**ফাহমিদা আফরোজ নাদিয়া ও রবিউল্লাহ**

*পৃষ্ঠাসজ্জা*

**প্রসাদ সরকার**

*উপদেষ্টা*

**ড. হোসেন জিল্লুর রহমান**

*প্রকাশক*

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১ (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং: ২এ, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫, ফোন:+৮৮০-২-৫৮১৫৩৮৪৬

ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org


# প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর যাত্রাশুরু

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বই হাতে অতিথি এবং কমিউনিটি প্রতিনিধিবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের কল্যাণে নিবেদিত দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রাশুরু ২৮ মে ২০২২, ঢাকায় এক উৎসবের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে ১১টি বই ও মনোগ্রাফের প্রকাশনা উৎসব এবং একটি তথ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর সহযোগিতায় এসব বই ও মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে এবং তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে। 'প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরসি'র জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কারিতাস ফ্রান্স এবং মিজেরিওর (জার্মানি)।

সেড, পিপিআরসি এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান যারা তিন দশক ধরে একত্র হচ্ছে, বিআরসি'র আনুষ্ঠানিক যাত্রাশুরু এবং প্রকাশনা উৎসব তাদের জন্য একটি বড় আনন্দের দিন। বিআরসি'র যাত্রাশুরু অনুষ্ঠানে যে বার্তাটি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে তা হলো বিআরসি পরিচালনার দায়িত্বে সেড ও পিপিআরসি থাকবে বটে, কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হবে এই সেন্টারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মূল শক্তি। বিআরসি'র উদ্দিষ্ট নয়টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মানবাধিকারকর্মী, গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, অর্থনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং বিদেশী কূটনীতিকদের প্রতিনিধিবৃন্দসহ অন্তত ১৪১ জন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সত্যিকার উৎসবের আমেজ অনুষ্ঠানস্থল ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনকে আলোকিত করে।

অনুষ্ঠানের আয়োজক সেড ও পিপিআরসি সবাইকে যে বার্তাটির মাধ্যমে স্বাগত জানায় তা হলো দশকের পর দশক ধরে কাজ করতে করতে বিভিন্ন ধরণের ও মাত্রায় দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আজ এ উৎসবে যোগ

SEHD Society for Environment and Human Development · MISEREOR IHR HILFSWERK · Secours Catholique Caritas France · PPRC Power and Participation Research Centre

'প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার' প্রকল্পের মুখপত্র এ নিউজলেটার। প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে মিজেরিওর এবং কারিতাস ফ্রান্স।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

দিয়েছে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে আমরা যেন দুর্বল ও অসহায় না ভাবি। এরা সবাই সম্ভাবনাময় এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ভাষাসমৃদ্ধ এবং এসব জনগোষ্ঠীর অনেক শক্তিও আছে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে বিআরসি'র কর্মসূচি পরিচালক ফিলিপ গাইন এর পটভূমি, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীসমূহ কীভাবে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী তা ব্যাখ্যা করেন।

যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ব্রাত্যজন (যার অর্থ প্রান্তিক মানুষ) রিসোর্স সেন্টার তাদের মধ্যে অন্যতম আদিবাসী (ক্ষুদ্র জাতিসত্তা), চা জনগোষ্ঠী (৮০টি জাতিগোষ্ঠী), যৌনকর্মী, হিজড়া, বেদে, হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস এবং বিহারি।

"বিআরসি'র যাত্রাশুরু অনুষ্ঠান ও প্রকাশনা উৎসব সবার জন্য একটি বড় উদযাপন এই কারণে যে এই সেন্টারের ভিত্তি হচ্ছে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ট জ্ঞানসম্পদ (বই, মনোগ্রাফ, অনুসন্ধানী রিপোর্ট, তথ্যচিত্র, আলোকচিত্র ইত্যাদি)," বলেন মি. গাইন। "এসব জ্ঞানসম্পদ আমাদের দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানী রিপোর্টিং, গুণগত ও পরিসংখ্যানগত গবেষণা, জরিপ, ভিডিও ডকুমেন্টেশন, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং বিশ্লেষণের ফসল।" বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কীভাবে এসব জ্ঞানসম্পদ তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি ব্যাখ্যা দেন। যেসব প্রকাশনা ও অন্যান্য উপকরণের উপর বিআরসি'র ভিত্তি রচিত হয়েছে সেসবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সেড ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিআরসি'র উদ্দিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকাংশেরই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সমস্যার মানচিত্রায়ণ ও সংজ্ঞায়ন করেছে। পাশাপাশি এসব প্রকাশনা ও উপকরণ যে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ, সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (বন, মৎস্য চাষ, উন্মুক্ত কয়লা খনি, চা শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি) নীতিমালা ও কৌশলের উপর প্রভাব ফেলেছে তা তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত। তাই এসব জ্ঞানসম্পদের উপর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, শিক্ষাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞরা আস্থা রেখেছেন।

বিআরসি'র অন্যতম কাজ হবে প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণালব্ধ জ্ঞানসম্পদ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা, গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা তৈরি, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রান্তিক ও বাদ-পড়া মানুষদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো, এসব গোষ্ঠী নিয়ে যারা কাজ করে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, তথ্যের ঘাটতি পূরণ করা, তথ্যের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা, সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পদের ব্যবহার বাড়ানো, প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখা, ইত্যাদি।

প্রান্তিক ও বাদ-পড়া নয়টি গোষ্ঠীগুচ্ছের ১০ জন প্রতিনিধির বক্তব্য ছিল যাত্রাশুরু উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ। কারণ গোষ্ঠী প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে তারা কীভাবে সেড ও পিপিআরসি'র সাথে গবেষণা, অনুসন্ধান, জ্ঞানসম্পদ তৈরির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কীভাবে এসব জ্ঞানসম্পদ তাদেরকে ও তাদের গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করেছে, সেসব নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাদের সবার বিশ্বাস সঠিক তথ্য ও জ্ঞান উপকরণ হাতে নিয়ে তারা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে পারবেন এবং সরকারি ও বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা নীতিনির্ধারকদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবেন। বিআরসি এক্ষেত্রে তাদেরকে তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। গোষ্ঠী প্রতিনিধিরা বিআরসির নিকট তাদের কী কী প্রত্যাশা রয়েছে তাও তুলে ধরেন।

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

যাত্রাশুরু উৎসবে গোষ্ঠী প্রতিনিধি হিসেবে যারা কমিউনিটি কণ্ঠ হিসেবে বক্তব্য দিয়েছেন তারা হলেন রামভজন কৈরী, নির্বাহী উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন; সৌদ খান, বেদে নেতা, মুন্সীগঞ্জ; ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ; জুয়ামলিয়ান আমলাই, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম; সিয়ং খুমি, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম; আলেয়া আক্তার লিলি, সভাপতি, সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক; মিলন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ; কৃষ্ণ লাল, সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ; এম শওকত আলী, সাধারণ সম্পাদক, স্ট্রান্ডেড পাকিস্তানিজ জেনারেল রিপাট্রিয়াশেন কমিটি; এবং ইভান আহমেদ কথা, সচেতন হিজড়া অধিকার সংঘ (তারা যে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তার সারসংক্ষেপ এই রিপোর্টের শেষাংশে যুক্ত করা হয়েছে)।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা না নেয়ায় সরকারের সমালোচনা করেন যাত্রাশুরু উৎসবের প্রধান অতিথি দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় সঠিক নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নের ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেন।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা নেয়ার প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে মনোযোগ দেয়া হয়নি। এখানে সরকারের ব্যর্থতা রয়েছে বলে আমি মনে করি," বলেন  অধ্যাপক মাহমুদ। "সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের সাধারণ নাগরিকদের থেকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে আছেন।"

"বাংলাদেশে উন্নয়নের ধ্যান-ধারণাগুলো সহজেই শ্রেণি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নের যে ধরনের ধ্যান-ধারণা নেয়া উচিত ছিল তা না নেয়ায় ও সেদিকে নজর না দেয়ায় সেসব তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় না। কারণ তাদের শ্রেণিগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় এখানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এটি সরকারের ব্যর্থতা।"

"সরকার শুধু যে উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ঠিকমতো পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং এসব গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উপযোগী যেসব ধ্যান-ধারণা একটু ঈষৎ পরিবর্তন করে দেয়ার কথা ছিল, সেভাবেও চিন্তা করা হয়নি। বরং বাংলাদেশে এমন অনেক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক না হয়ে উল্টো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।"

"এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজিতে) দেশের পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ, যাদের জীবন-জীবিকা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারা অবহেলিত ও বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।"

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ নীতি ও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহমুদ উৎসবে আগত গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের বা ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে যেন ভবিষ্যতে 'প্রান্তিক' কথাটি বলতে না হয়। আপনারা যাতে নিজেদের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য, ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও বাংলাদেশের উন্নয়নের মূলধারায় অবদান রাখতে পারেন। যাতে ভবিষ্যতে আপনাদেরকে মূলধারার জনগোষ্ঠীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

যাত্রাশুরু উৎসবে উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ প্রকাশনাসমূহ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আজকে যেসব গবেষণাধর্মী প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে এগুলো অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। এগুলো প্রথাগত জরিপ নয়। এগুলো হচ্ছে মাঠপর্যায়ে আপনাদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে নিবীড় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নসমৃদ্ধ প্রামাণিক দলিল বা ডকুমেন্টেশন। এসব পলিসি রিকমেন্ডেশনের কাজ অনেক সহজ করে দেয়।"

"সেড ও পিপিআরসির এসব প্রকাশনা অনেক পলিসি ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের সাথে সংলাপে বসতে ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা ও তথ্য-উপাত্ত উৎপাদনের কাজে জড়িত সরকারি সংস্থাসমূহকে আরো ভালো ফলাফলের জন্য বিআরসি'র গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণসমূহ তুলনা করে দেখা উচিৎ," বলেন অধ্যাপক মাহমুদ যিনি সরকারি অনেক সংস্থায় সভাপতি ও পরামর্শক হিসেবে আছেন।

ডেলিগেশন অব দ্য ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন টু বাংলাদেশ-এর ডেপুটি হেড অব মিশন, জেরেমি অপ্রিটেসকো, যাত্রাশুরু অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কথা বলেন। তিনি বলেন, "এই যাত্রাশুরু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার এবং এতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়েছে।"

"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়', সামনে রেখে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার সঠিক সময়ে যাত্রা শুরু করলো। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ পিছিয়ে আছে। তাদের অধিকারের জন্য কাজ করা এবং একই সাথে তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুব গর্বিত যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এই উদ্যোগে সহায়তা দিয়েছে। কৌশলগত নীতিনির্ধারণের জন্য জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডার সাহায্য করবে। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা, যৌন-আচরণ, গোষ্ঠী ও ভাষার কারণে বৈষম্য সমাজে বিদ্যমান। আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারটিও গুরুত্বের সাথে দেখছি।"

আরেক বিশিষ্ট অতিথি বাংলাদেশে কানাডার হাই কমিশনার ড. লিলি নিকোলস বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কথা শোনার পর তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য আপনারা যেসব বৈষম্যের শিকার হন, তা

জেরেমি অপ্রিটেসকো

ড. লিলি নিকোলস

খুশী কবীর

অধ্যাপক মো: গোলাম রহমান

আমাকে জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। সব থেকে প্রশংসনীয় হলো আপনারা আপনাদের সাথে ঘটা বৈষম্যের সমাধান কী হতে পারে, সে ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছেন। আমরা বৈষম্য বিলোপ, প্রান্তিকতা এবং নারীবাদী কার্যক্রমের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

নিজের দেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "কানাডা হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে সহিংসতা থেকে বাঁচতে মানুষ আশ্রয় নেয়। জাতিগত, ধর্মীয় ইত্যাদি বৈচিত্র্যের প্রতি কানাডা খুবই সহনশীল।"

বিশিষ্ট নারীবাদী এবং উন্নয়নকর্মী খুশী কবীর ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর যাত্রাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন এই রিসোর্স সেন্টারটি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং এর সাথে সম্পৃক্তদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মিস কবির বলেন, "সেড যেসব গবেষণা করে সেগুলোর সাথে এসব জাতিগোষ্ঠীর গভীর সম্পৃক্ততা আছে। সমাজ, আইন প্রণেতা, নীতিনির্ধারক, সাংবাদিকদের কাছে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেন্টার এবং এসব তথ্য জাতিগোষ্ঠীসমূহ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে গভীর আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে।"

খুশী কবীর আরও বলেন, "ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর উচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের ভূমি অধিকারের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। অনেকের কোনও জমি নেই এবং অনেকে আছেন যে ভিটায় তারা থাকেন তার মালিকানা তাদের নেই। খুশী কবীর প্রতিশ্রুতি দেন, "আমি সবসময় ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর সাথে আছি।"

আজকের পত্রিকার সম্পাদক, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার এবং সেড-এর সদস্য অধ্যাপক মো: গোলাম রহমান প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের জাতিগত পরিচয় এবং পেশার কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে বলেছেন। অধ্যাপক রহমান বলেন, "আমরা সবাই এদেশের নাগরিক এবং প্রত্যেক্যেরই সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তারা ইতিবাচক বৈষম্যের দাবিদার। প্রতিরোধ কার্যক্রম সমস্যা সামনে নিয়ে আসে বটে, তবে সমস্যার মূল কারণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কখনো কখনো পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যায়। আমলাতন্ত্র এই কারণগুলোকে আবার সচল হওয়া থেকে আটকায়। এক্ষেত্রে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর শক্তিশালী তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর যাত্রাশুরু উৎসবে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন বিআরসির গবেষণা উপদেষ্টা, পিপিআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সেড-এর সদস্য অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান।

ড. রহমান বক্তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে প্রান্তিক এবং বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করেন। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকে অদৃশ্য থাকছে। যাদের অনেকেই সমাজের চিন্তা-ভাবনা, বিবেচনার অন্তর্গত নয়, এককথায় সমাজের চোখে যারা অদৃশ্য, তাদের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তার সূচনা বক্তব্যে বলেন, ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর যাত্রাশুরু অনুষ্ঠান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমহূকে একত্রিত হওয়ার এবং তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে। সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সমাজের মূল স্রোতের মানুষের কাছে এসব জাতিগোষ্ঠীকে দৃশ্যমান করে তোলা এবং একই সাথে তাদের মধ্যকার সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতাগুলো তুলে ধরা।

ড. রহমান আরও বলেন "আমরা গবেষণা এবং ফলাফল-ভিত্তিক কর্মের মাধ্যমে এসব মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি চাই। আমরা বিগত ত্রিশ বছরের কাজ উদযাপন করছি। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিপন্নতার দিক থেকে আলাদা। তবুও তারা তাদের প্রান্তিকতায় ঐক্যবদ্ধ। বিআরসি তাদের ঐক্যের প্রকৃতি তুলে ধরে।"

তিনি প্রধান বক্তা ফিলিপ গাইনের বক্তব্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে বিআরসি মূলত একটি শিক্ষা ও সহযোগিতার কেন্দ্র। বিআরসির কাছ থেকে মূল প্রত্যাশা হলো এটি একটি জ্ঞানকেন্দ্র ও কথা বলার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গড়ে উঠবে।

চা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, "মজুরি বঞ্চনার অর্থনৈতিক মাত্রা আমাদের বুঝতে হবে। বেদে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, আমাদের সামাজিক বৈষম্য এবং বঞ্চনা বুঝতে হবে। নগরায়ন ও উন্নয়নের যুগে বেদেদের একটি নতুন দিক নির্দেশনার প্রয়োজন।"

বন-নির্ভর মানুষদের ব্যাপারে তার পর্যবেক্ষণ, এদেরকে তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম করা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি যেখানে আমরা তাদেরকে সাহায্য করেছি।

ঋষি সম্প্রদায়ের উপর মিলন দাসের

অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান

ফিলিপ গাইন

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ড. রহমান বলেন, “তিনি বাড়তি বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। তাদেরকে সাধারণত ভৃত্য-রূপ কাজের জন্য উপযুক্ত ধরা হয়। সামাজিক ধারণার জন্য সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও এই সামাজিক বৈষম্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে।”

মিলন দাস পরিসংখ্যানগত উপস্থাপনের পাশাপাশি তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি জীবনধারা জাদুঘর স্থাপনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, “ভবিষ্যতে এটি বিআরসির জন্য একটি বাড়তি সংযোজন হতে পারে।”

হরিজনদের বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ: প্রতিটি সম্প্রদায় ভিন্ন ধরনের বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। হরিজনরা চিরাচরিতভাবেই শহর ও পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী। অতি সম্প্রতি, তারা যে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে তা হলো চাকরি হারানো। এই চাকরি অতীতে এই সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল; এখন তারা আর অগ্রাধিকারে নেই। হরিজন নেতা কৃষ্ণলালের প্রত্যাশা বিআরসিতে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তারা আসন্ন আদমশুমারিতে হরিজন জনসংখ্যার সঠিক গণনা আশা করছে।”

“শিবির জীবনে আবদ্ধ বিহারিরা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার। তাদের সমস্যার ধরন আলাদা। তাদের পুনর্বাসন এবং শিক্ষার জন্য আমরা সরকারকে বলতে পারি,” পর্যবেক্ষণ ড. রহমানের।

তিনি মূল বক্তার বক্তব্যের উপরে জোর দিয়ে বলেন বিআরসি কাজ করবে ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে। এটি কোনো প্রকল্পের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রকল্পের বাহিরেও এটি বিদ্যমান থাকবে।

বিআরসি'র যাত্রাশুরুর সময়টি যথাযথ, কারণ এসডিজির সময়সীমা শেষ হতে এখনো আট বছর বাকি। এসডিজির আলোচ্যসূচির অগ্রাধিকারে থাকছে কাউকে পেছনে ফেলে নয়। তাদেরকে যদি আদমশুমারিতে আলাদা আলাদা গণনা করা হয় তবে তা হবে তাদের দৃশ্যমান করার একটি বড় পদক্ষেপ। ❑

## কমিউনিটি কণ্ঠস্বর

### রামভজন কৈরী, নির্বাহী উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন

চা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে আমাদের অবস্থা ও সমস্যাগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের সব আশা-আকাঙ্খা এবং অধিকার প্রতিফলিত হয়, এমন গবেষণা করা কঠিন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার আমাদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে এবং সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের আশা-আকাঙ্খার কথা তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারে। ২০১৯ সাল থেকে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা। চা শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের জন্য ২০১৯ সালে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলো এ মজুরি বোর্ড আমাদের মজুরি এক টাকাও না বাড়িয়ে বিদ্যমান ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা কমানোর অপচেষ্টা করলে মজুরি বোর্ডকে থামিয়ে দেওয়া হয়। এটি লজ্জাজনক। শ্রমিকরা মজুরিসহ ছুটির অধিকারের ব্যাপারে জানতো না। তারা কেবল ২০১৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক মজুরিসহ ছুটি পেতে শুরু করে।

সেড-এর বৈশিষ্ট্য হলো এর গবেষণা ও অনুসন্ধানী কাজে গত ১৫ বছর ধরে চা জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। চা শ্রমিকদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার সুরক্ষা প্রয়োজন। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তথ্য-উপাত্ত হাতে নিয়ে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে আমাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দিতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

### সৌদ খান, বেদে সর্দার, মুন্সিগঞ্জ

বেদে জনগোষ্ঠী সীমাহীন সহিংসতা ও অবহেলার শিকার। আমরা কেবল ২০০৭ সালে ভোটাধিকার পেয়েছি। সমাজে আমাদের অবস্থান অনেক নিচে। মানুষ আমাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। আমরা বাঙালি মুসলমান। আমরা গবেষণা থেকে জেনেছি আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শিক্ষা এবং চাকরির সুযোগ দরকার। আমাদের চাষযোগ্য জমি নেই। সরকার এবং এনজিওগুলো থেকে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। শিক্ষিত মানুষদের সাথে আমাদের যোগাযোগ খুব কম। চাকরি হারানোর ভয়ে শিক্ষিত বেদেরা আপন গোষ্ঠীকে এড়িয়ে চলে। গবেষণায় অংশগ্রহণের কারণে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আজ আমি কথা বলতে পারছি। আমরা চাই আমাদের দাবি-দাওয়াগুলো যেন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো শুনে এবং বিবেচনায় রাখে।

### ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ

আমরা মধুপুর বনে গারো এবং কোচ জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদেরকে আদিবাসী বলে মনে করি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা আমাদের প্রথাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। মধুপুর শালবনে প্রায় ২০,০০০ গারো আছে যারা প্রায় সবাই সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত এবং ৩,৫০০ কোচ জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে যারা সবাই হিন্দু। আমরা ফিলিপ গাইনকে ১৯৮০-এর দশক থেকে বনের গ্রামগুলো চষে

রামভজন কৈরী

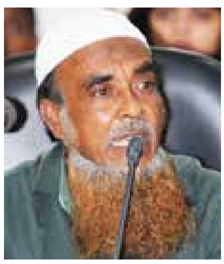

সৌদ খান

ইউজিন নকরেক

জুয়ামলিয়ান আমলাই

বেড়াতে দেখেছি। তিনি এবং সেড বন সংক্রান্ত বিষয় এবং আমাদের অবস্থার উপর গভীরভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজে জড়িত। সেড-এর সাম্প্রতিক বই, 'মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন এগোনি' আমাদের জন্য একটি পথনির্দেশক বই। এই বইটিতে মধুপুর এবং মধুপুরের আদিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে। বইটি পড়ে আমরা গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ-এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। তবে আমাদের আপন জনগোষ্ঠী ও দাবি-দাওয়া সঠিকভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতার অভাব আছে। সেড আমাদেরকে গবেষণা কাজের কলাকৌশল এবং মাঠ পর্যায় থেকে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এখন আমরা মধুপুরের উপর বই, প্রতিবেদন, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং ছবি আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারি। এগুলো অর্থপূর্ণ অ্যাডভোকেসির জন্য খুবই জরুরি। আমি বিশ্বাস করি ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর উদ্বোধনে সেড, পিপিআরসি এবং আমরা সবাই একসাথে মিলে আমাদের অধিকারের জন্য কাজ করতে পারবো। তথ্য-উপাত্ত হাতে নিয়ে কীভাবে সরকারি সংস্থাগুলোর উপর প্রভাব খাটানো যায়, আমরা সেটা এখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি।

### জুয়ামলিয়ান আমলাই, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম

আমি ১৯৯৭-১৯৯৮ সাল থেকে সেড-এর সাথে জড়িত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পরিবেশ, সংস্কৃতি ও মানুষদের নিয়ে এর গবেষণা কাজের সাথে পরিচিত। চাক এবং খুমি জনগোষ্ঠীর উপর সেড-এর জরিপ ও বইপত্র থেকে আমরা এ জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানিক তথ্য পেয়েছি। আমরা চাই একই ধরণের জরিপ ম্রো ও বম জনগোষ্ঠীর উপরও হোক। পরিসংখ্যানিক তথ্যগুলো হাতে থাকলে আমরা দক্ষতার সাথে আমাদের গ্রামগুলো পরিচালনা করতে পারবো। আমাদের হাতে যদি পর্যাপ্ত প্রাথমিক তথ্য থাকে, তাহলে আমরা অর্থবহ মতামত দিয়ে আমাদের অধিকার আদায়ের কার্যক্রম আরও ভালোভাবে করতে পারবো।

সেড নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'চকোরিয়া সুন্দরবন: যে বনে গাছ নেই' আমাদের দেশের ম্যানগ্রোভ বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য জায়গার বনায়ন ধ্বংসের ভয়াবহতার একটি চমৎকার বাস্তব উপস্থাপন। আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আছি, বেশ আতঙ্কে আছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর সুরক্ষার জন্য যে আইনটি রয়েছে তা এখন হুমকির সম্মুখীন। আমরা জানি ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না কিন্তু সেড-এর গবেষণা কাজ ও বইপত্র পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করতে পারে। তথ্য-উপাত্ত ছাড়া আমরা কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবো না।

খুমি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সিয়ং খুমি, জুয়ামলিয়ান আমলাই-এর কথার সাথে আরও কিছু কথা যোগ করেন। "সেড আমাদের খুমি জনগোষ্ঠীর উপর একটি খানা জরিপ চালিয়েছিল। আমাদের প্রধান সমস্যা হলো ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে আছি। এছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ এবং আমরা আমাদের জমি হারাচ্ছি," বলেন সিয়ং খুমি।

১৯৯১ সালের সরকারি আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে খুমি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১,২৪১ কিন্তু ২০১৪ সালে সেড-এর এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে খুমি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২,৮৯৯। খুমি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় বসবাস করে। রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় দশটি খুমি পরিবার এবং বান্দরবান সদরে একটি খুমি পরিবার বাস করে। (সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বান্দরবান শহরে ২০২২ সালে ৫০টির মতো খুমি পরিবার বাস করছে)

### আলেয়া আক্তার লিলি, সভাপতি, সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক

আমরা অনেক বছর ধরে সেড-এর সাথে গবেষণা কাজে জড়িত। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যৌনপল্লী ও ভাসমান যৌনকর্মীদের উপর একটি গবেষণা কাজে জড়িত ছিলাম। আমাদের দুঃখ কষ্টের কোনো শেষ নেই। আমাদের জীবন একটা যুদ্ধ। আমরা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হই। যৌনকর্মী এবং তাদের ছেলেমেয়েদের সমাজের মূল স্রোতের বাইরের মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়। যৌনকর্মীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হতে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়। আমি আশা রাখি যৌনকর্মীরা ধীরে ধীরে সমাজের মূলধারায় গ্রহণযোগ্যতা পাবে। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর একটি জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা উচিত এবং আমাদেরকে সমান অধিকার সম্পন্ন মর্যাদাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা উচিত। প্রকৃত অর্থে সেড যৌনকর্মীদের উপর গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে পথ প্রদর্শক।

আলেয়া আক্তার লিলি

মিলন কুমার দাস

কৃষ্ণলাল

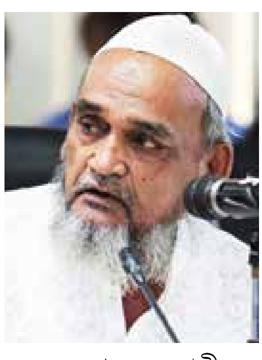
এম. শওকত আলী

ইভান আহমেদ কথা

### মিলন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ

ঋষি জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের মূল স্রোতের বাঙালি জনগোষ্ঠী অচ্ছুত বিবেচনা করে। আমরা চার লাখ ঋষি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলায় থাকি। সমাজে আমরা অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত এবং প্রতিনিয়ত আমরা বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার। আমরা আজ পর্যন্ত বড় কোনো গবেষণার অংশ হতে পারিনি। আমাদের শিক্ষার সুযোগ নেই। স্কুলে পরিচ্ছন্নতা কর্মী থাকার পরেও আমাদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে বাথরুম পরিস্কার করার মতো নিম্নমানের কাজ করানো হয়। আমাদের বাচ্চাদের জন্য এ ধরণের কাজ অপমানজনক এবং এটি তাদের মানসিকতার উপরও চাপ ফেলে। আমরা ২০০৭ সাল থেকে বৈষম্য দূরীকরণ আইনের দাবি জানিয়ে আসছিলাম কিন্তু সরকার যে আইনটি করেছে (বৈষম্য বিরোধী আইন) তা মোটেও সহায়ক নয়। আমরা দেশের রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখি কিন্তু আমাদের নায্য পাওনা আমরা পাই না। আমরা আমাদের বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি জাদুঘর চাই। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের কাছে প্রত্যাশা আমাদের আরো দৃশ্যমান করা হোক।

### কৃষ্ণলাল, সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

আমরা নিজেদের হরিজন বলি। দলিত শব্দটি ব্যবহার না করে আমরা এ শব্দটি ব্যবহার করি কারণ দলিত শব্দটিকে আমরা অপমানজনক বলে মনে করি। কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা ঢাকা এবং অন্যান্য শহর পরিষ্কার করার কাজ করে আসছি। তা সত্ত্বেও বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পরিচ্ছন্নতা কর্মী হরিজন জনগোষ্ঠীর। দিনে দিনে আমরা আমাদের যুগ যুগ ধরে করে আসা কাজ হারাচ্ছি। কাগজে কলমে পৌরসভার শতকরা আশি ভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরি হরিজনদের পাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে মাত্র চার ভাগ চাকরি আমরা পাই। ইতিমধ্যে সরকারকে আমরা এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছি। আমরা সরকারি জমিতে থাকি এবং সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন এক জনগোষ্ঠী। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আমাদেরকে সরকারি জমিতে ভবনে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়ার কথা দিয়েছিল। যদিও সেই অ্যাপার্টমেন্টগুলো যারা পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করছেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য।

### এম. শওকত আলী, সাধারণ সম্পাদক, স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানীজ জেনারেল রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি (এসপিজিআরসি)

আমরা, বিহারিরা বাংলাদেশের ১৩টি জেলার ৭০টি ক্যাম্পে বসবাস করি। স্বাধীনতার আগে আমাদের জীবনমান ভালো ছিল। ক্যাম্পে আমাদের মানুষ হিসেবে কোনো সম্মান নেই। ক্যাম্পে প্রতিটি পরিবার সাধারণত একটি ছোট ঘর পায় (৮ ফুট x ৮ ফুট)। আমাদের কোনো প্রাইভেসি নেই। জেনেভা ক্যাম্পেই প্রায় ৫,৫০০ পরিবার থাকে যারা সবাই ১৫০টি কমন বাথরুম ব্যবহার করে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পসহ ছয়টি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জন্য মাত্র একটি স্কুল রয়েছে। বাচ্চারা লেখাপড়া করার সুন্দর পরিবেশ পায় না। তারপরও আমি আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমাদের পুর্নবাসিত করার যে কথা দিয়েছিলেন, তা তিনি রাখবেন।

### ইভান আহমেদ কথা, সচেতন হিজড়া নাগরিক সংস্থা

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমাদের জন্য কি পরিমাণ সরকারি বাজেট আছে, সে সম্পর্কে আমরা জানি না। আমাদের জন্য বরাদ্দ বাজেট থেকে এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ আমরা পেয়েছি, সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা আমরা পাচ্ছি কিনা, সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। হিজড়া সম্প্রদায় তাদের প্রধান ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলো নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে চায়, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাধাই তোলা (নাচ ও গান পরিবেশনের মাধ্যমে নবজাতককে আশীর্বাদের বিনিময়ে টাকা সংগ্রহ); চোল্লা মাঙ্গা (বাজার থেকে চাঁদা সংগ্রহ) এবং যৌন কাজ।

আজকাল হিজড়ারা বাস এবং অন্যান্য যানবাহন থেকে টাকা তোলে। তারা বিভিন্ন উৎসবেও চাঁদা তোলে। আমরা জমি, বাড়ি কিনতে পারি না। অনেক সময় আমাদের পর্যাপ্ত খাবারও থাকে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমি আদমশুমারির কাজে জড়িত হয়ে দেখেছি সেখানে নারী-পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো লিঙ্গের উল্লেখ নেই। (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে যে ২০২২ সালের আদমশুমারিতে হিজড়াদের আলাদা করে গণনা করা হবে)। ❑

## ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)

**বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের সুরক্ষায় নিবেদিত**

**ব্রাত্যজন একটি বাংলা শব্দ যা দিয়ে সমাজের মূলস্রোতের বাইরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সামাজিকভাবে বাদ-পড়া মানুষদের বোঝায়। আভিধানিক অর্থে ব্রাত্য মানে ভক্ত এবং জন মানে মানুষ। প্রাচীনকাল বা বৈদিক যুগ থেকে ব্রাত্য শব্দটি দিয়ে বোঝায় ধর্মপ্রাণ, সৎ, সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাছাকাছি গেলে আমরা দেখতে পাই যে তারা সহজ-সরল, সৎ, ধার্মিক, দক্ষ কারিগর এবং শান্তিপ্রিয়। এসব অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সাধারণত অন্যদের চেয়ে বেশি দরিদ্র। তারা তাদের সরলতা, সততা, বিনয়, ধর্মীয় ও জাতি পরিচয়, পেশা এবং সংখ্যালঘু হবার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অমর্যাদার শিকার হন, যা তাদের প্রতি অন্যায়। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে তারা ‘অপর’ হিসেবে বিবেচিত হন যা তাদেরকে আরও প্রান্তিক করে ও বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া তাদের জন্য আরও কঠিন করে তোলে।**

বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ আদিকাল থেকেই এখানে আছে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এসব মানুষ তাদের জাতি পরিচয়, পেশা, সংস্কৃতি, বর্ণাশ্রম, ভৌগোলিক অবস্থান এবং আরও নানা কারণে সমাজের মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়েন। তাদের অনেকেই দেশের প্রান্ত বা সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে বাস করেন এবং ব্যাপকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশাগত সম্প্রদায় আছে যারা বর্ণাশ্রমের শিকার। চা শ্রমিক এবং তাদের জাতিগোষ্ঠীসমূহ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী, বেদে, বিহারি, ঋষি, হরিজন, যৌনকর্মী, হিজড়া, কায়পুত্র বা কাওরা (খোলা মাঠে শূকর চরানো যাদের পেশা) এবং জলদাস (কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মৎসজীবী জনগোষ্ঠী) এদের মধ্যে অন্যতম। এসব গোষ্ঠীর বেশিরভাগই সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ তারা দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের আইনগত অধিকার সমানভাবে ভোগ করতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন, স্বাভাবিক জীবন ধারণ, আবাসন, শিক্ষা, চাকরি বা আয়ের পথ সুনিশ্চিত করা, ঋণ পাওয়া, সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিকত্ব এবং আইনের চোখে সমান অধিকার ভোগ, গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া এবং মানুষ হিসেবে সমাজে সম্মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকেন।

দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না তাদেরকে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তৃতীয় পক্ষ বা তৃতীয় স্তর বলা যেতে পারে। দারিদ্র্যের এই তৃতীয় স্তরে অবস্থান করেন প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ। এই মানুষদের নিয়ে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) গত প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সেড ও পিপিআরসি এইসব পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশনের সহায়তায় সাড়ে সাত বছর তাদের উপর বিস্তারিত ও নিবিড় গবেষণা করেছে। এসব মানুষ নানা অন্যায়-আচরণের শিকার হন এবং মৌলিক অধিকার ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এই নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলো দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হতে সহায়ক। ফলে তারা উন্নয়নের দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েন।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের সূচনা হচ্ছে, "প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে। এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং পরিবেশের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কারিতাস ফ্রান্স ও মিজেরিওর (জার্মানি)।

প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহকে সেবা দেয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি শতশত প্রতিষ্ঠান কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু এসব গোষ্ঠীর ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে এদের অনেকেই অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। সেড ও পিপিআরসির নেতৃত্বে এসব গোষ্ঠী ও তাদের অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন এবং জীবন দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে চলবে এ রিসোর্স সেন্টার। এই সেন্টারের কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া গোষ্ঠীসমূহের সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখা এবং এদেরকে দেশের সমান ও মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে একযোগে কাজ করা।

**ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের চূড়ান্ত উপকারভোগী: (ক) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা/ আদিবাসী**—হালনাগাদ সরকারি তালিকা অনুসারে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা ৫০ (এদের ১১টির বাস পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বাকী ৩৯টির বাস সমতলে)। সেড-এর গবেষণা ফলাফল অনুসারে আরো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে যারা সরকারি তালিকায় নেই। **(খ) চা জনগোষ্ঠী:** বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৫৮ (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার চা বাগানসমূহ বাদে)। সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে এসব বাগানে কর্মরত ১৩৮,৩৬৬ জন শ্রমিক ও তাদের পাঁচ লাখের মতো মানুষের (পরিবারের সদস্যসহ) অধিকাংশ অবাঙালি। **(গ) হরিজন:** হরিজন একটি পেশাজীবী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এরা ঐতিহ্যগতভাবে 'সুইপার' হিসেবে পরিচিত এবং এদের অনেকে নিজেদের 'দলিত' বা সামাজিকভাবে বাদ-পড়া মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। বাংলাদেশে এদের অনুমিত জনসংখ্যা এক লাখের মতো। পেশাগত কারণে হরিজনরা বাংলাদেশের সব থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর একটি যারা নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত। **(ঘ) বেদে:** বেদে বাংলাদেশের একটি মুসলিম যাযাবর বা ভাসমান জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে এদের অনুমিত জনসংখ্যা তিন থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে। **(ঙ) যৌনকর্মী ও হিজড়া:** যৌনকর্মীরা বাংলাদেশের সব থেকে সামাজিকভাবে বাদ-পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের অন্যতম এবং এরা সকল সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। ২০১৮ সালের সেড জরিপের হিসাব অনুযায়ী, ৩,৭২১ জন নারী যৌনকর্মী ১১টি যৌনপল্লীতে কাজ করছে। তবে সরকারি হিসাবে দেশে মোট নারী যৌনকর্মীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি—৯৩,০০০। বাংলাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা ২০২২ সালের জনশুমারি অনুসারে ১২,৬২৯। **(চ) কায়পুত্র:** যারা শূকর চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তারা কায়পুত্র বা কাওরা নামে পরিচিত। এ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সমাজে অচ্ছুত হিসেবে বিবেচিত কারণ তারা শূকর চরায় যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে একটি 'নোংরা' বা **'হারাম' প্রাণী**। **(ছ) জলদাস:** জলদাসরা পেশাগতভাবে প্রান্তিক একটি জনগোষ্ঠী এবং তারা সামাজিক অস্পৃশ্যতার শিকার। এ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বংশপরম্পরায় মৎসজীবী। তবে অন্য জেলেদের সাথে এদের তফাত হলো এরা

প্রধানত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরেন। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে কিছু নদী-নির্ভর জলদাস পরিবারেরও বসবাস আছে। **(জ) ঋষি:** বঙ্গের ঋষি জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় প্রধানত চর্মকার, চামড়া শ্রমিক এবং বাদক। **(ঝ) বিহারি:** উর্দুভাষী প্রায় ৩০০,০০০-এর মতো (২০১৭) বিহারি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ১৩টি জেলার ৭০টি ক্যাম্পে বসবাস করে। এসব ক্যাম্পের মাঝে ২৮টি ক্যাম্প রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। **(ঞ) অন্যান্য বাদ-পড়া ও বিশেষ গোষ্ঠী:** হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আরো কিছু ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে যাদেরকে অচ্ছুত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব গোষ্ঠী হলো: তেলি, নাপিত, ধোপা, তাঁতী (উর্দুভাষী পাকিস্তানি যারা কাপড় বুননের সাথে জড়িত), দর্জি, হাজাম, মাঝি বা খোট্টা, বেহারা বা পাল্কি বাহক, কসাই ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী যেমন তেলি, নাপিত এবং তাঁতীর মধ্যে কিছু হিন্দুও আছে।

**বিআরসি'র লক্ষ্য:** আদিবাসীসহ বিভিন্ন প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা প্রদান এবং সমাজে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করা।

## বিআরসি'র প্রারম্ভিক প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) প্রকল্পের কার্যক্রমে চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা ও কৌশলপত্র তৈরি করা।

(২) প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব জ্ঞানসম্পদ ও উপকরণ তৈরি হবে তা ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বাড়িয়ে তাদের সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা।

(৩) প্রকল্পে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানসম্পদ তৈরি হবে তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও অংশীদারগণ নিজ প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে ব্যবহার ও পুনঃনির্মাণের দক্ষতা অর্জন করবে।

## প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

**ক) গবেষণা, অনুসন্ধান, জরিপ ও বিশ্লেষণ—গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন:** আটটি গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা ও দুইটি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন প্রকল্পের একটি বিশেষ কাজ। চূড়ান্ত উপকারভোগীদের উপর আলাদা করে গোষ্ঠীভিত্তিক জরিপ চালিয়ে এসব গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন করা হবে। আর বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার দু'টি বিষয়ের একটি হলো বন ও ভূমির অধিকার এবং অপরটি পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ। তাছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অনুসন্ধানী রিপোর্ট দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। পাশাপাশি বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের উপর একটি অনুসন্ধানী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে।

**খ) সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (সোশ্যাল সেফটিনেট প্রোগ্রাম) প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গবেষণা।**

**গ)** বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (সিএসও), সাংস্কৃতিক দল, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও), দাতা সংস্থা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যারা চূড়ান্ত উপকারভোগীদের মাঝে কাজ করে তাদের নিয়ে একটি ডিরেক্টরি প্রণয়ন।

**ঘ) বিভিন্ন বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর গড়ে তোলা তথ্যভান্ডার অথবা রিপোজিটরি তৈরি।**

**ঙ) দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা:** প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (সিএসও) এবং মানবাধিকার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

**চ) কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব:** প্রকল্পের শেষ বর্ষে (২০২৪ সাল) সকলের অংশগ্রহণে একটি কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে। কনভেনশনে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী হবে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

**ছ) ন্যায় বিচার পেতে সহায়তা:** বিআরসি'র নিজস্ব কোনো আইনি সহায়তা দেবার কর্মসূচি না থাকলেও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদান করে এমন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আইন সাহায্য পেতে সহায়তা দিবে।

**জ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক দলকে ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান:** সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চূড়ান্ত উপকারভোগীদের নিজস্ব গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) ও সাংস্কৃতিক দলকে শক্তিশালী করতে ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা, কমিউনিটিভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এসব ক্ষেত্রে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা।

**ঝ) প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রোডাকশন এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ:** প্রকল্পের আওতায় গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা, গ্রন্থ, কৌশলপত্র, রিপোর্ট, মনোগ্রাফ, পোস্টার এবং নিউজলেটার প্রকাশ করা হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা ও প্রান্তিকতা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হবে।

**ঞ) নেটওয়ার্ক ও পার্টনারশিপ:** বিআরসি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে এবং সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা আরো জোরদার করবে। পাশাপাশি চূড়ান্ত উপকারভোগীদের মাঝে সংহতিমূলক একাধিক নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। ❑

# ওয়ার্কিং কমিটির সমন্বয় সভা

প্রথম সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

ওয়ার্কিং কমিটির প্রকল্পের তিন বছরব্যাপী পাঁচটি সমন্বয় সভার প্রথমটি ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের আদিবাসী, বেদে, বিহারি, যৌনকর্মী, হিজড়া, হরিজন ও ঋষি, স্থানীয় সরকারি সংস্থা, কারিতাস বাংলাদেশ এবং প্রকল্প থেকে মোট ২৮ জন প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন সভা সঞ্চালনা করেন ও প্রকল্প সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। প্রকল্পের গবেষণা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর পটভূমি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও সেড-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. তানজিমুদ্দিন খান বিআরসি'র নানা দিক নিয়ে কথা বলেন। সভায় অংশগ্রহণকারীর বেশিরভাগই প্রকল্পের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

সারাদিনব্যাপী এই সমন্বয় সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদেরকে প্রকল্পের বিস্তারিত জানানো এবং যাত্রাশুরু কর্মশালার জন্য পরিকল্পনা করা। প্রকল্পের দাতা সংস্থা কারিতাস ফ্রান্স ও মিজেরিওর (জার্মানি)।

দ্বিতীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ জুলাই ২০২২ তারিখ। আদিবাসীসহ বিআরসি'র অন্যান্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালক জুলাই ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে ব্যাপারে সবাইকে অবহিত করেন। এই প্রসঙ্গে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, "নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম সম্পাদনের পরিকল্পনা আছে সে অনুযায়ী আমরা ঠিকপথেই এগোচ্ছি। যাত্রাশুরু কর্মশালা খুব ভালোভাবে আমরা করতে পেরেছি। এ অনুষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর শোনা। আমরা তাদের কাছ থেকে নানা দিক নির্দেশনা পেয়েছি। গোষ্ঠী প্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা সুস্পষ্টভাবে তাদের চিন্তাগুলো তুলে ধরেছেন।" তার এই বক্তব্যের সাথে সবাই একমত পোষণ করেন।

ভবিষ্যতে কীভাবে প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, গবেষণা ও প্রকাশনা সফলভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেন। ❑

# অধিকার ও উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক তিন দিনের আবাসিক কর্মশালা ১৫-১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকায় কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই)-এ অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় ২৬ জন মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী (ছয় জন নারী, দু'জন হিজড়া ও ১৮ জন পুরুষ) প্রশিক্ষণ নেন। এরা গারো, খাসি, ঋষি, বাঙালি, হিজড়া, ওঁরাও, মুন্ডা, কোচ ও চা জনগোষ্ঠীর কিছু গোষ্ঠীভিত্তিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

প্রথম দিন কর্মশালার শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা গবেষণা পদ্ধতি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, তাদের জন্য সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্মশালার প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করেন সেড ও বিআরসি প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন। বাংলাদেশের প্রান্তিকতা বিষয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও তথ্যভান্ডার-এর গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে সেড-এর প্রকাশনা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র প্রাক্তন মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ গবেষণায় সরকারি নানা তথ্যসূত্র ও এর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। দিনশেষে তৃতীয় অধিবেশনে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাসঙ্গিক আইন ও সংবিধানের কিছু ধারা (ধারা ২৬-৪৪) নিয়ে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের কর্মশালা শুরু হয় উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শক মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদের অধিবেশন দিয়ে। তিনি গোষ্ঠীভিত্তিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিচালনা ও কীভাবে এসব টিকিয়ে রাখা যায় এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। এর পরের অধিবেশনে পাঁচজন গোষ্ঠী প্রতিনিধি—যৌনকর্মী, হিজড়া, বেদে, সাঁওতাল এবং ম্রো—তাদের নিজেদের জীবন-যুদ্ধের গল্প বলেন; কীভাবে তারা নানা রকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বর্তমান অবস্থায় এসেছেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও জাতীয় আইনজীবী পরিষদের সভাপতি জেড আই খান পান্না। আইনের সীমাবদ্ধতা এবং কীভাবে সমাজের বিত্তশালীরা আইন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আইনের সুবিধা নেন সে ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনা করেন তিনি।

কর্মশালার শেষ দিনের সিংহভাগ মূলত অংশগ্রহণকারীদের জন্য বরাদ্দ ছিল—তারা এই কর্মশালা থেকে কী শিখলেন তা নিয়ে আলাপ-অলোচনা করেন। পাশাপাশি সেড পরিচালক ফিলিপ গাইন গবেষণা পদ্ধতি, কেস ডকুমেন্টেশন ও ইন-ডেপ্‌থ রিপোর্টিং বিষয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণের মধ্য দিয়ে এই তিনদিনের কর্মশালা সমাপ্ত হয়। ❑

# গবেষণা-ভিত্তিক রিপোর্টিং বিষয়ে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ

সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

সোসাইটি ফর এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ও পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ঢাকায় ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে 'বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণাভিত্তিক রিপোর্টিং' শীর্ষক তিনদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় সংবাদমাধ্যমের (মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক) ১৯ জন সাংবাদিক, ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর দু'জন গবেষক এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণে-এর একজন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করে।

কর্মশালার মূল শিখন উদ্দেশ্য হলো: (১) বাংলাদেশের বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানসম্পদ এবং তাদের নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার অভিজ্ঞতা বিনিময়, (২) মাঠ পর্যায়ে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে ভালো রিপোর্টিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধি ও (৩) বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গুরুতর সমস্যা নিয়ে আলোচনা।

বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে কর্মশালা আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনে বিআরসি'র গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন লেখা এবং গভীরতাধর্মী রিপোর্টের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণসমূহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন এবং গণমাধ্যম কীভাবে এই জনগোষ্ঠীসমূহের উপর অনুসন্ধানী ও গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। শেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সেন্সাস উইং উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ডাটা লিটারেসি, ডাটার প্রাপ্যতা এবং গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে ডাটার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় দিনে সকল অংশগ্রহণকারী মাঠ পরিদর্শনে যান। তারা টাঙ্গাইলের যৌনপল্লী ও হরিজন পল্লী এবং মধুপুরে বাণিজ্যিক ও

সাংবাদিক প্রশিক্ষণের একজন অংশগ্রহণকারী কথা বলছেন। ছবি: প্রসাদ সরকার

সাংবাদিক প্রশিক্ষণের কয়েকজন মধুপুরে মাঠ পর্যবেক্ষণে। ছবি: ফিলিপ গাইন

সামাজিক বনায়নের কিছু নির্বাচিত বাগান ও সেখানকার কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। মাঠ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল এসব স্থানে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরিবেশ বিপর্যয় স্বচক্ষে দেখে হাতে-কলমে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া। পরিদর্শন শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তার মাঠ-পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে ফিচার ও প্রতিবেদন লিখেন।

কর্মশালার শেষদিনে দু'টো অধিবেশন ছিল–প্রথম অধিবেশনে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক মানসম্মত প্রতিবেদন ও ফিচার লেখার দিক নির্দেশনা দেন এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু গণমাধ্যমে গেটকিপিং ও গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সাংবাদিকদের যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন ফিলিপ গাইন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। ❑

# গবেষণা-ভিত্তিক গোষ্ঠী ও বিষয়-কেন্দ্রিক এজেন্ডা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা

**গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা:** ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর অন্যতম একটি কাজ গোষ্ঠী ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন। আদিবাসী, চা শ্রমিক, যৌনকর্মী ও হিজড়া, ঋষি ও কায়পুত্র (যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় অবস্থিত শুকর চড়ানো গোষ্ঠী), হরিজন, বেদে, জলদাস এবং বিহারি-এই আটটি গোষ্ঠীর জন্য আটটি পৃথক এজেন্ডা তৈরি করা হবে।

গবেষণা-নির্ভর তিনটি গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের প্রথম বছর (সমাপ্তিকাল-নভেম্বর ২০২২) চা জনগোষ্ঠী, যৌনকর্মী ও হিজড়া, এবং ঋষি ও কায়পুত্র গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি এজেন্ডার জন্য দু'টি করে পরামর্শ সভা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক এফজিডি ও সাক্ষাৎকার (কেআইআই)-এর আয়োজন করা হয়। এসব সভায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, মানবাধিকার কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি–এমন বিভিন্ন ধরণের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তারা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে নিজেদের জ্ঞান ও বিভিন্ন ধরণের উপলব্ধি যেমন, এসব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা, তাদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা, তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মীদের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। গোষ্ঠী ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার কাঠামো তৈরিতে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। শীঘ্রই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর উপর জরিপ করা হবে। জরিপের উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে প্রাপ্ত গুণগত তথ্যের সমর্থনে পরিসংখ্যানগত উপাত্ত তৈরি করা।

প্রতিটি গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডার মধ্যে থাকবে-(ক) জনগোষ্ঠী ও তাদের ভৌগলিক অবস্থান, অভিবাসন ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী ভূমিকা, (খ) জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সাধারণ সমস্যা, (গ) প্রতিটি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সমস্যা যা অন্যদের থেকে আলাদা, (ঘ) জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও দাবিনামা, (ঙ) রাষ্ট্র, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং গোষ্ঠীর নিজেদের করণীয়। প্রতিটি এজেন্ডায় বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন থেকে এসব জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাসঙ্গিক এমন অংশগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মধুপুরে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীগণ। ছবি: প্রসাদ সরকার

শ্রীমঙ্গল পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

কমলগঞ্জ পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন।

কেশবপুর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

দৌলতদিয়ায় যৌনকর্মীদের সাথে পরামর্শ সভায় কথা বলছেন মর্জিনা বেগম।

**ভূমি ও বন নিয়ে বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা:** দু'টি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার বিষয় হলো বন ও ভূমির অধিকার এবং পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ। ভূমি ও বন নিয়ে বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়নের লক্ষ্যে দু'টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়—প্রথমটি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে ২৪-২৫ অক্টোবর ২০২২ এবং দ্বিতীয়টি বান্দরবান শহরে ৩০-৩১ অক্টোবর ২০২২। সভায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের অবস্থা, সমস্যা এবং কীভাবে তারা নিজ ভূমি ও বনসম্পদের উপর অধিকার হারাচ্ছেন, তাদের নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা, বনভূমি রক্ষায় রাষ্ট্র ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ❑

# ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) টেকসই করতে পরামর্শ সভা

বিআরসি'র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী ও সমাজ গবেষকদের ৩০ জন প্রতিনিধি ২৩ নভেম্বর ২০২২ ঢাকায় দিনব্যাপী এক পরামর্শ সভায় বিআরসিকে কীভাবে টেকসই করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। বিআরসি'র পটভূমি ব্যাখ্যা করে এর গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন বিআরসি আমাদের ইচ্ছার সমন্বয় যার লক্ষ্য নানা গোষ্ঠীর মধ্যে যে শক্তি আছে তা লালন করা। গোষ্ঠীশক্তি লালন করতে চারটি দিক—তথ্য ও গবেষণা, সমন্বিত কণ্ঠস্বর বা শক্তি, কৌশলগত চিন্তা এবং দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা—গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

উন্নয়ন পরামর্শক মো. হারুন-অর-রশীদ কোনো উদ্যোগকে টেকসই করতে পাঁচটি মডেলের উল্লেখ করেন—দাতা-নির্ভর, নিজস্ব উৎস, মিশ্র, পার্টনারশীপ এবং ট্রাস্টিশীপ। তিনি পরামর্শ দেন যে সেড ও বিআরসি নিয়মিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, কনসালটেন্সি এবং এর মূল সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে টেকসই হবার চেষ্টা করতে পারে। মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক মর্জিনা বেগম যৌনকর্মীদের মাঝে থেকে কীভাবে তার সংস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে ব্যাপার আলোচনা করেন। সেড-এর বোর্ড সদস্য অধ্যাপক তানজিমুদ্দিন খান বিআরসি'র চরিত্র কী হবে তা নির্ধারণের উপর জোর দিন। সেড-এর পরিচালক ও পরামর্শ সভার সঞ্চালক ফিলিপ গাইন সেড-এর জ্ঞান উপকরণ তৈরি ও সেসবের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। তবে সবার মত ভালো দাতা বা সহযোগী খুঁজতে হবে, প্রকল্প তৈরি করতে হবে, নিয়মিত আয়ের সুযোগ খুঁজতে হবে এবং যেসব জ্ঞান উপকরণ তৈরি হয়েছে বা হবে তার ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং করতে হবে। ❑

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারকে টেকসই করতে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

# সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে গবেষণার জন্য পরামর্শ সভা

সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে ২৪ নভেম্বর ২০২২ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে পিপিআরসি। সভায় উপস্থিত ১৫ জন অংশগ্রহণকারীর মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও প্রকল্প কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে

সামাজিক নিরাপত্তার উপর গবেষণার জন্য পিপিআরসিতে পরামর্শ সভা।

বাংলাদেশের বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ কতটুকু, তারা কী পাচ্ছে এই কর্মসূচি থেকে, তাদের অন্তর্ভুক্তি ও বাদপড়ার প্রবণতা কী রকম এসব বিষয় নিয়ে প্রকল্পের তৃতীয় বছর পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও সোসাইটি ফর এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর যৌথ উদ্যোগে একটি গবেষণা পরিচালিত হবে। দু'টো পরামর্শ সভার প্রথম এই সভাটির আয়োজন করা হয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ও গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য। প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন এই গবেষণা ও বিআরসি প্রকল্প সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। প্রকল্পের গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান পরামর্শ সভাটি পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন ও এর আলোকে বাদ-পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি কীভাবে আরো বাড়ানো যায় এই বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দেন। সভার শেষে ড. রহমান গবেষণা পদ্ধতি ও জরিপের একটি আপাত রূপরেখা সবার সামনে তুলে ধরেন। ❑

# অনুসন্ধান

## চা বাগানে নজিরবিহীন ধর্মঘট

দেশের মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার ১৫৮টি চা বাগানের এক লাখ ৩৮ হাজার শ্রমিক ও তাদের একমাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ২০২২ সালের ৯ থেকে ২৭ আগস্ট নজিরবিহীন ধর্মঘট পালন করে। ৯ থেকে ১২ আগস্ট প্রতিদিন দুই ঘন্টার কর্মবিরতিতে যান তারা এবং ১৩ আগস্ট থেকে পূর্ণ দিবস ধর্মঘট। মজুরি একেবারে না বাড়াতে মালিকপক্ষের অনড় অবস্থানে চা শ্রমিকরা কতটা হতাশ ও

ধর্মঘটরত চা শ্রমিক। ছবি: সঞ্জয় কৈরী

ক্ষুব্ধ তা বোঝাতেই এ ধর্মঘট। তাদের দাবি দৈনিক মজুরি ১২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করতে হবে। তাদের অহিংস আন্দোলন দেশে-বিদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং নানা মহল থেকে তাদের প্রতি সমবেদনা ও সমর্থন আসতে থাকে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তাদের মজুরি ১৭০ টাকা করা হয় এবং তারা কাজে যোগ দেন ২৮ আগস্ট থেকে। সেড ও বিআরসি ধর্মঘটের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখে এবং ধর্মঘটের উপর ব্যাপক অনুসন্ধান চালায় এবং *দ্য ডেইলি স্টারে* তিনটি অনুসন্ধানী মতামত প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদন তিনটির ইন্টারনেট লিংক:

1. https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/why-are-the-tea-workers-strike-3094846
2. https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/will-the-tea-workers-get-the-wages-they-deserve-2196126.
3. https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/tea-workers-strike-ends-whats-next-3110056#lg=1&slide=0.

## নারী চা শ্রমিকদের সীমাহীন দুর্ভোগের কাহিনী

১৫৮টি চা বাগানের এক লাখ ৩৮ হাজার চা শ্রমিকের ৫১ শতাংশ নারী। ২০০৬ সালের শ্রম আইন এবং ২০১৫ সালে শ্রম বিধিমালার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারার নিয়মিত লংঘন নারী চা শ্রমিকদের অশোভন কর্মপরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করে। চা বাগানের বিন্যাসই এমন যে নারী চা শ্রমিক, যাদের অধিকাংশ পাতা তোলা শ্রমিক, পুরুষদের থেকে অধিক সময় ও কষ্টের কাজ করতে বাধ্য হন। এছাড়া তারা ঘরের অধিকাংশ কাজ করেন। চা বাগানে ও ঘরের কাজ করতে তারা গড়ে ব্যয় করেন ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা। এরপরেও তারা ভেঙে পড়েন না।

একাধিকবার মাঠ অনুসন্ধানের পর *দ্য*

চা পাতা তুলতে যাচ্ছেন নারী চা শ্রমিকরা। ছবি: ফিলিপ গাইন

*ডেইলি স্টারে* প্রকাশিত অনুসন্ধানী মতামত প্রতিবেদন নারী চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ এবং শ্রম আইন লংঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরে। এ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নারী চা শ্রমিকদের বিষয়ে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে।

প্রতিবেদনের ইন্টারনেট লিংক: https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/the-strong-women-tea-gardens-2926126.

## মধুপুরে কেন কৃত্রিম হ্রদ?

মধুপুরে কয়েকটি গারো পরিবারের বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত ভূমিতে বাংলাদেশ বন বিভাগ একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরিতে উদ্যোগী হলে গারোদের মধ্যে অসন্তোষ ও এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। 'স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা' প্রকল্পের অধীন একটি গেস্ট হাউজের অংশ হিসেবে এ হ্রদের পরিকল্পনা করে বন বিভাগ। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ এ প্রকল্প চায় না এবং সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নেয়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সন্দিহান। কারণ তারা দেখেছেন কীভাবে এসব প্রকল্প প্রাকৃতিক বনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। পর্যাপ্ত মাঠ অনুসন্ধানের পর তৈরি ও *দ্য ডেইলি স্টারে* প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এ বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছে। এরপর *দ্য ডেইলি স্টার* ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম আরো প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসবের পর বন বিভাগ কৃত্রিম হ্রদ তৈরির

মধুপর শালবনে প্রস্তাবিত লেকের স্থান। ছবি: ফিলিপ গাইন

পরিকল্পনা বাতিল করবে এমনটা আশা করা যায়।

প্রতিবেদনের ইন্টারনেট লিংক: https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/why-do-we-need-artificial-lake-modhupur-forest-2995811.

## ২০৩০ সাল নাগাদ বন বিনাশে ইতি: ফাকা প্রতিশ্রুতি

২০২১ সালে গ্লাসগোতে কপ-২৬-এ ২০৩০ সাল নাগাদ বনবিনাশ শূন্যে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেন বিশ্বনেতারা। সেড ও বিআরসি সে সময় থেকে বাংলাদেশের বনভূমিতে যা ঘটছে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায়। কপ-২৬-এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পাঁচজন শীর্ষ ডিলমেকারদের একজন। বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে বিশেষ করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্প কোনো ভালো ফল বয়ে আনেনি। বহুজাতিক এ ব্যাংক দুটোর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত বনায়ন প্রকল্প ইতিমধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক বনের ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

তাছাড়া শিল্পায়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং বনভূমিতে জনবসতি গড়ে ওঠা বনবিনাশকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করেছে। সন্দেহ নেই আমাদের গ্রামাঞ্চলে গাছের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সরকারি বনভূমিতে বনবিনাশ ঘটেছে নজীরবিহীন। এসব বিষয় *দ্য ডেইলি স্টার* ও *কালের কণ্ঠে* প্রকাশিত দুটো অনুসন্ধানী মতামত প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিবেদন দুইটি বন পেশাদার এবং যারা সিদ্ধান্ত নেন তাদের জন্য সতর্ক বার্তা দিচ্ছে এবং তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সাহায্য করবে। ❑

প্রতিবেদনসমূহের ইন্টারনেট লিংক:

Internet link to The Daily Star report: https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/ending-deforestation-2030-empty-promise-3009596

Internet link to the Kaler Kantha report: https://www.kalerkantho.com/online/

২০১২ সালে মধুপুর শালবনে কৃত্রিম বন কাটার মৌসুম চলছে। আশির দশকেও এখানে ছিল ভালো শালবন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রকল্প সাহায্যে তৈরি তথাকথিত এ সামাজিক বনায়নের জন্যই এ অবস্থা। ছবি: ফিলিপ গাইন

# একতাই নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অন্যতম উপায়

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

যৌনপল্লী, রাস্তা ও হোটেলে কর্মরত যৌনকর্মী, হিজড়া (ট্রান্সজেন্ডার), নারী চা শ্রমিক, বেদে নারী, মানবাধিকার কর্মী ও মহিলা সাংবাদিকসহ ৮০ জন প্রতিনিধি ৩০ নভেম্বর ২০২২ ঢাকায় 'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের প্রচারাভিযান' উদযাপন করতে একত্র হন। এই প্রচারাভিযান বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর উদযাপিত হয়। সহিংসতা, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার প্রান্তের নারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে তাদের তীক্ত অভিজ্ঞতার গল্প শোনান। উপস্থিত বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেত্রী, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণগুলো সম্পর্কে তাদের মতামত তুলে ধরেন। পাশাপাশি এ ধরনের সহিংসতার শিকার নারীদের সাহায্য প্রদানে, বিশেষ করে আইনি সহায়তা প্রদানে, অঙ্গীকার করে।

হিজড়া সাংস্কৃতিক দলের মনোজ্ঞ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। পেশা ও সহিংসতা যে ধরনেরই হোক না কেন, প্রতিটি নারীই শক্তিসম্পন্ন, প্রত্যেকের নিজস্ব প্রতিভা আছে, আছে সম্ভাবনা—এই বার্তাটিই সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও ছোট নাটিকার মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ নারী যেকোনো সহিংসতা প্রতিরোধে সক্ষম। বার্তাটি প্রচারাভিযানের এই বছরের প্রতিপাদ্য 'এক হও! নারী ও কন্যার উপর সহিংসতা বন্ধে প্রচারাভিযান'এরই প্রতিফলন।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন সভায় উপস্থিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীর প্রতি চলমান সহিংসতার উপর আলোকপাত করেন।

নারীর নিজের গল্প নিজে বলা'র গুরুত্ব সম্পর্কে ড. হোসেন বলেন, "নিজের গল্প নিজেই বলতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে হতে হবে কৌশলী। সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে কোথায়, কখন ও কীভাবে নিজের কথা বলতে হবে তা রপ্ত করাটা খুব জরুরী।"

সভায় যারা নিজেদের গল্প তুলে ধরেন তারা হলেন জয়া সিকদার, হাজেরা বেগম, আলেয়া আক্তার লিলি, মনি গোয়ালা, মনি কল, ফাল্গুনি ত্রিপুরা, তিতনা খাতুন ও কুমলি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট সালমা আলি, মর্জিনা বেগম, মিথিলা ফারজানা, তন্দ্রা চাকমা ও নাসিমুন আরা হক মিনু। ❑

# বিআরসি'র বার্ষিক সভা

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর এক বছর সমাপ্তি শেষে ২৯ নভেম্বর ২০২২ ঢাকায় এক বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিআরসি'র ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রকল্পের কর্মীসহ ২৬ জন এতে অংশগ্রহণ করেন। বিআরসি'র গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন ও প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন সভা সঞ্চালনা করেন।

সভার শুরুতে অংশগ্রহণকারীর মাঝে বিআরসি'র নিউজলেটার 'ব্রাত্যজন'-এর প্রথম সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন প্রথম বছরে বিআরসি'র কার্যক্রমের একটি সার্বিক চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীরা সম্পন্ন কার্যক্রম ও পরবর্তী বছরের কার্যক্রম বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ পেশ করেন।

"বিআরসি'র কেবল একটি ধারণা থেকে বাস্তবতায় রূপান্তর উদযাপন করতেই আজকের এই সভা। এখানে এমন একটি জোট গড়ে তোলা হয়েছে যার প্রতিটি সদস্য প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক এবং জোটে সকলের অংশীদারিত্ব রয়েছে। এরকম সভা প্রতি বছর চালিয়ে যেতে হবে যেন আমাদের এই জোটের সকল সদস্য আরো প্রত্যয়ী ও দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন," বলেন ড. হোসেন।

বার্ষিক সভায় বিআরসি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের (www.brattyajan.org) উদ্বোধন করা হয়। ❑

বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

**বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত ওয়েবসাইট**

**www.brattyajan.org**